

"ব্রাহ্মণ জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খাজানা - সংকল্পের খাজানা"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের খাজানার খাতাকে দেখছিলেন। প্রতিটি বাচ্চা অনেক অনেক খাজানা প্রাপ্ত করেছে আর অবিনাশী অগণিত খাজানা পেয়েছে। শুধুমাত্র এই জন্মের জন্য নয় বরং অনেক জন্মের গ্যারান্টি। এখনও সাথে রয়েছে, পরেও সাথে থাকবে। তো আজ সবচেয়ে বিশেষ শ্রেষ্ঠ যে খাজানা এবং সকল খাজানা গুলির বিশেষ আধার, সেটাকেই বিশেষ ভাবে দেখছিলেন যে সকলের খাতায় সেই খাজানা কতখানি জমা হয়েছে? প্রাপ্ত তো হয়েছে অগণিত, কিন্তু জমা কতটা হয়েছে? তো সবথেকে শ্রেষ্ঠ খাজানা হলো সংকল্পের খাজানা। আর তোমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ সংকল্পই হলো ব্রাহ্মণ জীবনের আধার। সংকল্পের খাজানা হলো অত্যন্ত শক্তিশালী। সংকল্পের দ্বারা সেকেন্ডেরও কম সময়ে পরমধাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারো। সংকল্প শক্তি হলো অটোমেটিক রকেটের থেকেও তীব্রগতির রকেট। যেখানে চাও পৌঁছে যেতে পারো। বসে আছো, কিম্বা কোনো কাজকর্ম করছো, সংকল্পের খাজানার দ্বারা শক্তির সাহায্যে যে আত্মার কাছে পৌঁছাতে চাও তার সমীপে নিজেকে অনুভব করতে পারবে। যে স্থানে পৌঁছাতে চাও সেখানে পৌঁছাতে পারবে। যে স্থিতিকে গ্রহণ করতে চাও, শ্রেষ্ঠ স্থিতি হোক, খুশীর হোক, কিম্বা ব্যর্থ হোক, দুর্বলতার হোক, সেকেন্ডের সংকল্পের দ্বারা গ্রহণ করতে পারো। সংকল্প করলে - আমি হলাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা, তো শ্রেষ্ঠ স্থিতি আর শ্রেষ্ঠ অনুভূতি হবে আবার সংকল্প করলে যে, আমি তো দুর্বল আত্মা, আমার মধ্যে কোনো শক্তি নেই, তো সেকেন্ডে সংকল্পের মধ্যে খুশী উধাও হয়ে যাবে। উদ্বিগ্ন অবস্থার লক্ষণ স্থিতিতে অনুভব হবে। কিন্তু দুটো স্থিতিরই আধার হলো সংকল্প। বাবাকে স্মরণ করতে বসার সময় সংকল্পের আধারেই স্থিতি তৈরী হয়। আমি হলাম বিন্দু, আমি হলাম ফরিস্তা... এই স্থিতি সংকল্পের দ্বারাই তৈরী হয়। তাহলে সংকল্প কতখানি শক্তিশালী!

জ্ঞানের আধারও হলো সংকল্পই। আমি হলাম আত্মা, আমি শরীর নই - এই সংকল্প তোমরা করে থাকো। সারাদিন মন-বুদ্ধিকে শুদ্ধ সংকল্প দিয়ে থাকো অথবা মননে শুদ্ধ সংকল্প করে থাকো, তো মনন শক্তির আধারও হলো সংকল্প শক্তি। ধারণা করে থাকো, মন-বুদ্ধিকে সংকল্প দিয়ে থাকো যে আজ আমাকে সহনশক্তি ধারণ করতে হবে, তো ধারণারও আধার হলো সংকল্প। তোমরা সেবা করে থাকো, প্ল্যান বানিয়ে থাকো, সেও তো শুদ্ধ সংকল্পের দ্বারাই হয়ে থাকে তাই না! শুদ্ধ সংকল্পের দ্বারাই প্ল্যান তৈরী হয়। তোমাদের তো অনুভব রয়েছে। তো ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ শ্রেষ্ঠ খাজানা হলো সংকল্পের খাজানা। যদি তোমরা সংকল্পের খাজানাকে সফল করতে পারো তবে তোমাদের স্থিতি, কর্মের দ্বারা সারাটা দিন খুব ভালো কাটবে আর সংকল্পের খাজানাকে যদি ব্যর্থ যেতে দাও তাহলে তার রেজাল্ট কি হতে পারে? যে স্থিতি তৈরী করতে চাও তা হবে না। আর তোমরা সবাই জানো যে, ব্যর্থ সংকল্প বুদ্ধিকেও দুর্বল করে দেয় আর স্থিতিকেও দুর্বল করে তোলে। যাদের মনে ব্যর্থ চলতে থাকে তাদের বুদ্ধি দুর্বল হয়ে যায়, কনফিউজড হয়ে থাকে। নির্ণয় ঠিক হবে না। সদা বিশ্বাসগ্রস্ত থাকবে। কোনটা করব, কোনটা করব না, স্পষ্ট ভাবে নির্ণয় করতে পারবে না। আর ব্যর্থের গতি অত্যন্ত ফাস্ট হয়ে থাকে। ব্যর্থ সংকল্পের অনুভব তো সকলেরই হয়ে থাকবে। বিকল্প নয়, ব্যর্থের অনুভব সকলের রয়েছে। তো ফাস্ট গতি হওয়ার কারণে সেটাকে তারা কন্ট্রোল করতে পারে না। কন্ট্রোল চলে যায়। ডিস্টার্বড বা খুশী উধাও হয়ে যাবে বা মন উদাস থাকবে, জীবনের থেকে আনন্দ হারিয়ে যায় - এগুলি হলো ব্যর্থ সংকল্পের লক্ষণ। অনেকে তো বুঝতেই পারে না যে আমার স্থিতি কেন এই রকম হলো? তারা বড় বড় বিষয় গুলিকে দেখতে থাকে যে, কোনো বিকর্ম তো করিনি, কোনো খারাপ কাজ তো করিনি, তাহলে জীবনে খুশী নেই কেন, উদাস লাগে কেন, আজকাল কিছুই ভালো লাগে না কেন, কোনো কিছুতে মনই বসে না। কারণ কী? বিকর্মে দেখে, বিকল্পকে দেখে, বড় বড় ভুল গুলোকে চেক করতে থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম ভুল হলো ব্যর্থ খাজানা গুলিকে নষ্ট করা। নিশ্চয়ই ওয়েস্ট এর, ব্যর্থ নষ্ট করার খাতা বড় হয়ে গেছে। এইরকম শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে প্রথমে বড় আকারে হয় না, ছোট আকারে হয়, কিন্তু ছোট থেকে বাড়তে বাড়তে বড় আকার ধারণ করে ফেলে আর বড় রূপটাই তখন দেখতে পাওয়া যায়। ছোট রূপকে দেখতে পাওয়া যায় না। ঠিক সেইরকম ব্যর্থের খাতা, নষ্ট করে ফেলার খাতা বড় হয়ে যেতে থাকে, বেড়ে যেতে থাকে। পাপের খাতা হলো আলাদা, এ হলো খাজানাকে নষ্ট করার খাতা। পাপকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়, তখন বুঝতে পেরে যাও যে, আজকে এটা করে ফেলেছি, সেইজন্য খুশী উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যর্থ নষ্ট করার খাতা, সেটার চেকিং কম হয়ে থাকে। আর তোমরা ভাবতে থাকো যে, চলো আজকের দিনটাও তো অতিবাহিত হয়ে গেলো, ভালোই গেলো, এমন কোনও ভুল কাজও করিনি। কিন্তু এটা চেক করেছে যে নিজের সংকল্পের শ্রেষ্ঠ খাজানাকে জমা করেছে নাকি ব্যর্থ নষ্ট করেছে? যদি জমা না হয়ে থাকে তবে নষ্ট

করবার খাতা হবে তো না? মনে মনে ভাবছো যে অনেক কিছু করছি, কিন্তু খাতা তো চেক করো যে আজকে আমি কোন্ কোন্ খাজানাকে জমা করেছি? চেক করতে জানো তো? নিজের চেকার নিজে হতে পেরেছো নাকি অন্যের চেকার হয়েছো? কেননা নিজেকে ভিতর থেকে দেখতে হয়, অন্যদেরকে বাইরে থেকে দেখতে হয়, সেটা তো সহজেই হয়ে যায়। তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, বিশেষ যে শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাজানা, সেটা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছেন না যে ব্যর্থ নষ্ট করে ফেলছে নাকি সমর্থ হচ্ছে?

ব্রহ্মা বাবাকে ইকোনমির অবতার বলা হয়। তোমরা সবাই কারা? তোমরাও তো মাস্টার নাকি নও? ইকোনমি করতে জানো তো? নাকি খরচ করতেই জানো? এমনিতে ডবল ফরেনাররা লৌকিক জীবনের হিসাবে জমার খাতা কম বানাতে জানে। খেলো আর খরচ করে ফেললো, শেষ। চেক এর ব্যালেন্স কম রাখো। কিন্তু এই ব্যাপারে তো ইকোনমির অবতার হতে হয়। তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, যত পরিমাণ প্রাপ্ত হয়েছে, যতখানি সংকল্পের শ্রেষ্ঠ খাজানা জমা হওয়া উচিত ততখানি হয়নি, ব্যর্থের হিসাব বেশী দেখতে পেলেন। সংকল্পই যদি ব্যর্থ হলো তবে অন্য সব খাজানা স্বভাবতই ব্যর্থ হয়ে যায়। সংকল্প ব্যর্থ হলে কর্ম আর বোল তবে কী হবে? ব্যর্থই তো হবে না? ফাউন্ডেশন হলো সংকল্প। অতএব সংকল্পকে তো চেক করো। হাঙ্কা ছেড়ে দিও না। ঠিক আছে, কেবল দু মিনিটই তো হয়েছে, বেশী হয়নি... কিন্তু দুই মিনিটে চেক করে দেখো কতগুলো সংকল্প চলেছে? ব্যর্থ সংকল্পের গতি তো খুব তীর হয় তাই না? এক সেকেন্ডে আবু থেকে আমেরিকা পৌঁছে যাবে। এমনিতে পৌঁছাতে তো কয়েক ঘন্টা লাগে। তো এতখানি ফাস্ট গতি, সেই গতি অনুসারে চেক করো, নিজের সংকল্প শক্তির সাশ্রয় করো আর তারপর ফের রাতে চেক করো। অ্যাটেনশন দিয়ে যে কোনো জিনিসের যদি সাশ্রয় করো, তবে সাশ্রয় যদি অল্পও হয়, কিন্তু সাশ্রয় করার একটা এক্সট্রা আনন্দ আছে। যদি ১০ পাউন্ড বা ডলার খরচ হয় আর তার মধ্যে থেকে তুমি যদি ১ পাউন্ড বা ডলার বাঁচাতে পারলে, তখন সেই ১ পাউন্ডের জন্য খুব আনন্দ হতে থাকে যে ১ পাউন্ড/ডলার তো বাঁচাতে পারলাম! তো নিজের সংকল্প গুলির উপরে কন্ট্রোলিং পাওয়ার রাখো। এই রকম বলবে না যে - আমি তো চাইছিলাম না, বুঝতে তো পারছি কিন্তু কী করবো হয়ে যায়...। কে বলে যে হয়ে যায়? মালিক নাকি গোলাম? মালিকের তো কন্ট্রোলে থাকে তাই তো? মালিককে কেউ যদি ধোঁকা দিয়ে দেয়, তবে কি সে মালিক? তাহলে এটা চেক করো যে - কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে তো? এক তো সাশ্রয় করো, ওয়েস্ট এর বদলে বেস্ট এর খাতাতে জমা করো আর দ্বিতীয়তঃ যদি সাশ্রয় না করতে পারো তবে ব্যর্থকে সমর্থ সংকল্পে পরিবর্তন করো। যদি কন্ট্রোল করতে না পারো তবে অন্তত পরিবর্তন তো করতে পারো? তার গতিবেগকে সাথে সাথে চেক করো। নাহলে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। ১ ঘন্টাকে যদি চেক করে দেখো, তবে দেখবে এক ঘন্টার মধ্যেও ৫ - ১০ মিনিটও যে ওয়েস্ট সংকল্প যাচ্ছিল, সেই ৫ মিনিটও ওয়েস্ট থেকে বেস্ট জমা হয়ে গেছে। তাহলে ভাবো ১২ ঘন্টার মধ্যে ৫ - ৫ মিনিট করেও কতো জমা হয়ে যাবে? তার ফলে আনন্দও কতো হবে? আর যত যত শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাতা জমা হবে, সময়কালে সেই জমার খাতাই কাজে আসবে। নাহলে তো স্থূল ধন যেমন জমা না হলে সময় কালে ধোঁকা খেয়ে যেতে হয়, সেই রকমই এখানেও যখন কোনো বড় পরীক্ষা চলে আসবে, তখন মন আর বুদ্ধি খালি - খালি লাগবে, শক্তির অনুভব হবে না। পরের বছর দেখবো যে, সকলের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাতা যেন ভরপুর থাকে। খালি খালি না থাকে। এই শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাজানা শ্রেষ্ঠ প্রালঙ্কের আধার হবে। তাহলে জমা করতে জানো তো? রাজযোগী অর্থাৎ চেক করতেও জানে আবার জমা করতেও জানে। যার জমার খাতা থাকবে, তার আচার-আচরণ আর চেহারা সব সময়ই ভরপুর দেখতে পাওয়া যাবে। এইরকম নয় যে, আজকে দেখলে চেহারা খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আবার কালকেই দেখা যাবে উদাসীনতার ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে - এই রকম নয়। সারাদিনে চেক করে দেখো তোমার পোজ কতবার বদলে যাচ্ছে? কখনো চেক করেছো? পোজ অনেকবার বদলে বদলে যাচ্ছে। বাপদাদা তো সকলের পোজ দেখেন তাই না? কখনো কখনো দেখেন যে, কোনো কোনো বাচ্চা কর্ম করবার সময় এত সময় লাগায় না কিন্তু তার সেই কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে করতেই অনেক টাইম নষ্ট করে ফেলে। তারপরে বলে, তিনদিন ধরে মনে খুশীই উধাও হয়ে গেছে। খুশী কেন উধাও হয়ে গেলো? কোথায় গেলো? কে নিয়ে গেলো? খাজানা তো তোমার, তাহলে নিয়ে গেলো কে? অনুশোচনা আসা ভালো, কেননা অনুশোচনা নিজের ভিতরের পরিবর্তন করায়, কিন্তু তাতে বেশী সময় নষ্ট করে না। অনুশোচনার ফ্রন্দন করবে তো সারা সপ্তাহ ধরেই কাঁদতে থাকবে। অনুশোচনা করলে, খুব ভালো, কিন্তু সেটা এমন হবে - অনুশোচনা করা আর খুশী নিয়ে আসা। এখন থেকে সেকেন্ডে নির্ণয় করো যে, এটা করবে কিম্বা করবে না। আগেও বলেছিলাম যে - নট অর ডট এই দুটো শব্দকে মনে রাখো। নট ভাবলে আর ডট লাগালে। চার ঘন্টা ধরে কাঁদতে থাকলে, চলো চোখের জল এলো না, মনে মনে কাঁদলে। আধ ঘন্টা চোখের জল ফেললে আর চার ঘন্টা মনে মনে কাঁদলে এতখানি অনুশোচনা করে না। এটা অনেক বেশী হয়ে যায়। অনুশোচনারও তো একটা সীমা রাখো।

বাপদাদার ডবল বিদেশীদের একটা জিনিস খুব ভালো লাগে। কাল্লা দেখতে ভালো লাগে না, কিন্তু একটা বিশেষ জিনিস

ভালো লাগে। কোনটি? সত্য হৃদয়ে সাহেব রাজী। সত্যি কথা বলতে তারা ভয় পায় না, লুকায় না তারা। তো সত্য হৃদয় বলেই বাবার ডবল ভালোবাসার পাত্রও তোমরা। তো সত্য হৃদয় রেখেছো, সাহেবকে তো সন্তুষ্ট করে ফেলেছো, কিন্তু পরিবর্তনও ঠিক এত তাড়াতাড়ি করা চাই। তাকে বারে বারে ভিতরে ভিতরে বর্ণনা করবে না যে - এটা হয়ে গেলো, এই রকমটা হয়ে গেলো...। হয়ে গেছে, ফিনিশ। এর পরের জন্য অ্যাটেনশন। কিন্তু কখনো কখনো অ্যাটেনশনের পরিবর্তে টেনশন করে ফেলো তোমরা, সেটা ক'রো না। সবচেয়ে বড় জাস্টিস হও। এখানেও তো চিফ জাস্টিস থাকে না? তোমরা তো হলে চিফ জাস্টিসেরও চিফ। নিজের বিষয়ে অতি দ্রুত জাস্টিস করো - রং, রাইট। রং যদি হয় তবে নট আর ডট। এই রকম না হলে এই রকম হতো, এই রকম না হলে ওই রকম হতো... এইভাবে নষ্ট করে ফেলার খাতা জমা করতে থাকো তোমরা। উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়, জমার খাতা শেষ হয়ে যায়। ভাবো কিন্তু ব্যর্থ কথা নয়। আর সাশ্রয় করে দেখাও - এক ঘন্টা ধরে এতটা বাঁচিয়েছি, এই রেজাল্ট দেখাও যে ব্যর্থ চালু হলো কিন্তু আমি সাথে সাথে চেঞ্জ করলাম আর জমা করলাম। ওয়েস্ট হওয়া থেকে বাঁচাও। এই সাশ্রয়ের খাতা খুব আনন্দ দেবে।

এই বছর বাপদাদা সকলের সাশ্রয়ের খাতাকে ভরপুর দেখতে চান। করতে পারবে তাই না? তো এখন ফাস্ট গতিতে করতে হবে। কারণ টাইমও তো ফাস্ট গতিতে যাচ্ছে না? তারপর দেখবো - এতে নম্বর ওয়ান কে যাচ্ছে? সাশ্রয়ের খাতা কার সবচেয়ে বেশী হতে পারে? সাশ্রয়ের খাতায় কারা কারা নম্বরক্রমানুসারে হয়ে থাকে? সেই লিস্ট বের করো। আর যদি নিজের সংকল্পকে কন্ট্রোল করতে পারো, তবে অন্যদেরকে কন্ট্রোল করবার পরিশ্রম করতে হবে না। অনেকে বলে, বলতে চাইনি কেন জানিনা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু যখন মুখ থেকে কোনও কথা বের হয় অথবা কর্মও করা হয়, প্রথমে তো সেটা সংকল্পে আসে। কারো উপরে রাগ করার সময়ও প্রথমে সংকল্পে প্ল্যান তৈরী হয় যে - এইভাবে করবো, এই এই কথা গুলো বলবো, সে কি মনে করেছে... এই সব প্ল্যান চলতে থাকে। তাছাড়া তার মধ্যে তার সময়কেও ইউজ করছে। সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে যে কখন মোক্ষম সময়টা আসবে। তো সংকল্পের খাজানার পিছনে সময়ের খাজানাও ওয়েস্ট হয়ে যায়। এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে। তো সংকল্পের সাশ্রয় করলে সময়কে, বোলকে স্বভাবতঃই বাঁচানো হয়ে যায়।

তো বছর চলে যাচ্ছে। এখন সংকল্পে সাধারণ সংকল্প ক'রো না, প্রতিজ্ঞা করো। শরীর যায় যাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে। যত সহ্যই করতে হোক না কেন, নিজেকে পরিবর্তনও যদি হয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রো না। একে বলা হয় দৃঢ় সংকল্প। তোমরা ভাবো তো ভালোই, বাপদাদাও খুশী হয়ে যান। এই করবো, সেই করবো, এই রকম কাজ করবো না - বাবাকে তো খুশী করে দাও, কিন্তু এতে দৃঢ়তার সাথে সদা শব্দটিকে অ্যাড করো। তোমরা অল্প সময়ের জন্য প্রভাবে থাকো। এর জন্য আগেও যেমন বলেছিলাম যে, নিজেকে সদা ইকোনমির অবতার ভাবো। একসাথে ইকোনমি, একনামি আর একান্তবাসী। বেশী কথার মধ্যে এসো না। একান্তবাসী হও। দেখা গেছে যে যারা সারাদিন বেশী কথা বলে তাদের সংকল্প, সময় সব খাজানা খুব বেশী পরিমাণে ওয়েস্ট হয়ে যায়। একান্তবাসীর ডবল অর্থ রয়েছে। কেবল বাইরের একান্ত নয়, বরং এক এর অন্তে হারিয়ে যাও, একান্ত। নাহলে তো কেবল বাইরের একান্ত হলে বোর হয়ে যাবে, বলবে - কি জানি দিনটা কাটবে কীভাবে? কিন্তু এক বাবার অন্তে হারিয়ে যাও। সাগরের তলদেশে চলে গেলে যেমন কতো কতো খাজানা পাওয়া যায়, এক এর অন্তে চলে যাও অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে যা কিছু প্রাপ্তি হয়েছে তাতে ডুবে যাও। কেবল উপরে উপরের চেউয়ে সাঁতার কেটো না। অন্তে চলে যাও, হারিয়ে যাও। তারপর দেখা কতোই না মজা। তো সকল খাজানাতে ইকোনমি করো আর এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, একে বলা হয় ইকোনমি। এই রকম স্থিতিতে যারা থাকবে তারা সকল খাজানাকে জমা করতে পারবে। নাহলে তো জমা হবে না। তো ইকোনমি করতে জানো তো না? আচ্ছা!

চতুর্দিকের আত্মিক প্রকৃত ডায়মন্ড আত্মাদেরকে, সদা ইকোনমির অবতার বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা একনামি, একান্তপ্রিয় আত্মাদেরকে নিজের ভাইব্রেশন বৃত্তির উজ্জ্বলতার দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করা ঝলমলে উজ্জ্বল আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদীদের প্রতি : - সকল কাজে আপনারা সফল হয়েই রয়েছেন। সফলতা স্বরূপ নিমিত্ত আত্মা আপনারা। আপনারা নিমিত্ত আত্মারা কেমন নক্ষত্র? সফলতার নক্ষত্র আপনারা, তাই না? এই সম্পূর্ণ সংগঠন হলো সফলতার নক্ষত্র। এই সমগ্র সংগঠন ব্রাহ্মণ পরিবারের তারা মন্ডলের মধ্যে আপনারা সফলতার নক্ষত্রেরা ঝলমল করছেন। আচ্ছা।

বরদানঃ- খুশীর খাজানার দ্বারা অনেক আত্মাদেরকে সমৃদ্ধ করে সদা সৌভাগ্যবান ভব সৌভাগ্যবান তাদেরকেই বলা যায় যারা নিজেরা সব সময় খুশীতে থাকে আর খুশীর খাজানার দ্বারা

অনেক আত্মাদেরকে সমৃদ্ধ করে তোলে। আজকাল প্রত্যেকেরই বিশেষ করে খুশীর খাজানার প্রয়োজন রয়েছে। অন্য সব কিছুই রয়েছে কিন্তু নিজেরা হ্যাপী নয়। তোমরা সকলে তো খুশীর খনি পেয়ে গেছো। খুশীর ভ্যারাইটি খাজানা তোমাদের কাছে রয়েছে, কেবল এই খাজানার মালিক হয়ে যা পেয়েছো সেগুলিকে নিজের প্রতি আর সকলের প্রতি ইউজ করো, তবে সমৃদ্ধ অনুভব করবে।

স্লোগান:- অন্য আত্মাদের ব্যর্থ ভাব-কে শ্রেষ্ঠ ভাব-এ পরিবর্তন করে দেওয়াই হলো সত্যিকারের সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;